ভোরের কাগজ

45

তারিখ ... ... APR. 1 ৯ 2000
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

মতিঝিল মডেলের ১৩২ ছাত্রীসহ অন্যরা এইচএসসি দিতে পারছে?

বিভিন্ন বোর্ডে এনসিটিবির সার্কুলার
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সৈয়দ নুরুর রহমান : ঢাকার মতিঝিল মডেল কলেজের ১৩২ জন ছাত্রীসহ বিভিন্ন বোর্ডের অধীনে যেসব পরীক্ষার্থী সিলেবাস অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করেনি তারা আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) এক জরুরি সভায় ক্ষতিগ্রস্ত ঐ সব পরীক্ষার্থীর কথা বিবেচনা করে সিলেবাস শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনসিটিবি গত সোমবার এক জরুরি সার্কুলারের মাধ্যমে শিক্ষা বোর্ডগুলোকে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়।

এ ব্যাপারে এনসিটিবির চেয়ারম্যান কফিলউদ্দিন আহম্মাদের সঙ্গে গত রাতে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন বিষয়টি এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার বিষয়। এনসিটিবি শিক্ষাবোর্ডগুলোর প্রতিনিধিসহ জরুরি বৈঠক করে মানবিক কারণে সিলেবাস শিথিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সিদ্ধান্ত এখন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত দিলে বোর্ডগুলোর পক্ষে তা বাস্তবায়ন করতে বেশি সময় লাগবে না।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম

মতিঝিল মডেলের ১৩২

● প্রথম পাতার পর

ধারণা করা হচ্ছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ঢাকার মতিঝিল মডেল হাইস্কুল ও কলেজের মানবিক বিভাগের ১৩২ জন ছাত্রী, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের অর্ধশতাধিক ছাত্রছাত্রীসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের অধীনে শত শত এইচএসসি পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

১৯৯৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি চালু হয়। এ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী এবারই প্রথমবারের মতো আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানবিক বিভাগে জটিলতা সৃষ্টি হয়। মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ও ইংরেজি আবশ্যিক বিষয় নেওয়ার পর ক ও খ গুচ্ছ থেকে ৩টি নৈর্বাচনিক ও ১টি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ৪টি বিষয় নেওয়ার কথা। ক গুচ্ছ অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইতিহাস অথবা ইসলামের ইতিহাস এবং সমাজকল্যাণ অথবা সমাজবিজ্ঞান এই ৪টি বিষয় রয়েছে। প্রত্যেক ছাত্রকে ক গুচ্ছ থেকে অবশ্যই কমপক্ষে ২টি নৈর্বাচনিক বিষয় নিতে হবে। ইচ্ছে করলে ছাত্ররা ক গুচ্ছ থেকে তৃতীয় নৈর্বাচনিক বিষয় ও ১টি ঐচ্ছিক বিষয় নিতে পারবে। বিকল্প হিসেবে ছাত্ররা তৃতীয় নৈর্বাচনিক বিষয় ও ১টি ঐচ্ছিক বিষয় খ গুচ্ছ থেকে নিতে পারবে। খ গুচ্ছে সর্বমোট ২১টি বিষয় দেওয়া রয়েছে।

নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী গত দুই বছর শত শত ছাত্রছাত্রী রেজিস্ট্রেশন ফরম নিজেদের অজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের গাফিলতির কারণে যথাযথভাবে পূরণ করেনি। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানবিকের বহু ছাত্রছাত্রী নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচন নিয়মানুযায়ী করতে পারেনি। এছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সিলেবাসে প্রণীত নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক বিষয় বিভিন্ন কলেজে না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা কলেজের সুবিধা মতো বিষয় নির্বাচন করে গত দু বছর লেখাপড়া করে প্রস্তুতি নেয়। ফলে আইন অনুযায়ী তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মানবিক শাখার ক ও খ গুচ্ছ থেকে বিষয় নির্বাচনে ভুল ও জটিলতা নিয়ে গত ৩ এপ্রিল এনসিটিবিতে আন্তঃবোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরীক্ষার্থীদের সমস্যাটিকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরবর্তী আন্তঃবোর্ড সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষার্থীরা যে যে বিষয় নির্বাচন করেছে সে বিষয়ে সে পরীক্ষা দিতে পারবে। এ জটিলতা নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এনসিটিবির পরবর্তী আন্তঃবোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।